দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

বাকেরগঞ্জের কাকরধা ক্লাস্টারের স্কুলগুলোতে অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

॥ বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) থেকে সংবাদদাতা ॥

বাকেরগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে ২৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে কাকরধা ক্লাস্টার। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে অভিনব পদ্ধতিতে ক্লাস্টারের অধীন স্কুলগুলোতে শিক্ষাদান অব্যাহত পদ্ধতিতে ক্লাস্টারের অধীন স্কুলগুলোতে শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে। উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার ফিরোজ আহমেদ ২০০৪ চালের ১৯ এপ্রিল কাকরধা ক্লাস্টারের দায়িত্ব লাভ করে তাঁর গবেষণামূলক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন।

স্কুলগুলোর শ্রেণীকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট গান, অঙ্গভঙ্গিসহ বক্তব্য, সংলাপ বা অভিনয় দেখিয়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট আবেগ সৃষ্টি করে বিদ্যালয় বিমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়গামী করতে সক্ষম হয়েছেন। ১২ আগষ্ট ক্লাস্টারের অধীন কাকরধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লক্ষ্মীবর্ধন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মঙ্গলসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলোর ফটোকে লেখা রয়েছে শিক্ষামূলক বাণী। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তৈরী করা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি ও ফুলের বাগান যা শিশুদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। দেয়ালে লেখা রয়েছে–

"তোমার শিশুকে পাঁচটি বছর আমার এ বুকে থাকতে দাও,
বুকের আধারে শিক্ষার আলো ধীরে ধীরে মোরে জ্বালাতে দাও,"

বিদ্যালয়ের শ্রেণীর কক্ষগুলোতে প্রবেশ করে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। শ্রেণী কক্ষের দেয়ালগুলোতে অংকিত রয়েছে বিভিন্ন ফুল-ফল-পাখি-জীবজন্তু, মাছ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংকিত ছবি যা দেখে শিশুরা সহজেই এসব আত্মস্থ করতে পারে। শ্রেণী কক্ষের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় রয়েছে ইংরেজী অংকসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ। এসব উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পরিচিত করেন। এ ছাড়া অভিনয়ের মাধ্যমে গানে গানে সুরে ও ছন্দে অংক শিখানো হয় শ্রেণী কক্ষে। যেমন-

"আমি বুড়ো হনুমান যাই শ্রীলঙ্কা
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ক্রমবাচক সংখ্যা।"

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পকেটে ঝুলিয়ে দেয়া হয় ইংরেজী বর্ণের ৪ রূপের লেমিনেটের কার্ড। এ ধরনের কার্ড বহনের মাধ্যমে গৃহ-সমাজ ও বিদ্যালয়ের সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করছে ইংরাজী বর্ণমালা ও বর্ণমালার বিভিন্ন রূপ। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে শোনা যায়-

ABCD আমরা শিখেছি
ইংরেজী বর্ণের ৪ রূপ আমরা জেনেছি।

কাকরধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনরত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ এর সাথে কথা বলে জানা যায়- বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে সুর ও ছন্দের সাহায্যে পাঠদান করতে পারেন সে লক্ষ্যে একটি 'প্রকরমা' দেয়া হয়েছে। এ প্রকরমার সাহায্যে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের ৫টি করে শব্দের অর্থ সুরে ও ছন্দে শেখাতে পারেন। প্রকরমাটি এরূপ-

"– মানে– ইংরেজীতে বলে,
আমরা যাকে –বলি–নামে চলে।
–মানে– –মানে,
– মানে–বলি গানে গানে।"

কাকরধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুবানা আক্তার, গণিত শিক্ষিকা মাহামুদা বেগম লাইলী, ইংরেজী শিক্ষিকা হিরন্নেছা জানান, ফিরোজ আহমেদ উদ্ভাবিত অভিনব শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে শিক্ষকরা পাঠদানে যেমন স্বাচ্ছন্দ্র বোধ করছেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও আনন্দের প্লাবনে স্কুলমুখী হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অপেক্ষার প্রহর গোনে কখন সময় হবে-কখন বাজবে স্কুল বসার ঘন্টা। তাই তারা ছুটে আসে উৎফুল্ল সদা মন্টা। ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষকরা অভিনব পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিক্ষা অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ সহযোগিতা কামনা করেন।

শিশুদের ঝরে পড়া রোধে কাকরধা ক্লাস্টারের শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে পারে একটি মডেল। যা হতে পারে পাঠ আদায়ে বেত্রাঘাতে অভ্যস্থ শিক্ষকদের পথ প্রদর্শক।